দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 MAY 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঢাবি'র বিতর্কিত শিক্ষক শফিক আটকের পর ছাড়া পেলেন

ছাত্রলীগ নেতার চাঞ্চল্যকর জবানবন্দী : বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল

সৈয়দ আহমেদ গাজী : সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনা শিক্ষকদের ওপর হামলা, গুলী ও বোমা বর্ষণসহ উস্কানিমূলক রাজনীতির হোতা বিতর্কিত শিক্ষক শফিকুর রহমানকে গতকাল আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মুক্তি দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারবিরোধী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশের দীর্ঘদিনের নীলনক্শার ফসল হিসেবে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। অন্ধকারে পুলিশ প্রবেশের এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়া হয়েছিল। আবারও একই চক্র শিক্ষকদের ওপর হামলা, গুলী বর্ষণসহ নানা নাটকের জন্ম দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এই চক্রের সকল কর্মকাণ্ডের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগের সেক্রেটারী আবু হানিফ গতকাল আদালতের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে। সে জবানবন্দী গোটা ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের চেহারা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই স্বীকারোক্তির পরই রমনা থানা পুলিশ আইন বিভাগের বিতর্কিত (বরখাস্তকৃত) শিক্ষক শফিকুর রহমানকে আটক করলেও পরবর্তীতে রহস্যজনক কারণে থানায় নেয়ার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। গতকাল সন্ধ্যায় রমনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান ও সেকেণ্ড অফিসার রেজাউলের নেতৃত্বে পুলিশ জনসন রোড থেকে শফিকুর রহমানকে আটক করে। আবু হানিফের স্বীকারোক্তির পর পরই পুলিশ

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ

ঢাবি'র বিতর্কিত শিক্ষক শফিক আটকের পর ছাড়া পেলেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শফিকের অবস্থানের সম্ভাব্য স্থানগুলোতে খোঁজ-খবর নেয়। গত কয়েক দিন ধরে শফিক জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় এমপি হোস্টেলে অবস্থান করছিলেন, সেখানেও পুলিশ হানা দেয়। কিন্তু ওসি মাহবুব যখন হানিফের স্বীকারোক্তি শেষে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছিল তখনই জনসন রোডে আরেকটি গাড়ীতে তিনি শফিকের দেখা পান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শফিকুর রহমান গত মাসাধিককালে বেশ কয়েকবার কয়েকটি সাজানো বোমা ও গুলী বর্ষণের নাটক করে মামলা দায়ের, পত্র-পত্রিকায় টেলিফোন, বিবৃতি প্রদান ও ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে আন্দোলনসহ পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। গতকাল আবু হানিফ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এসব তথ্য উল্লেখ করেছে।

গত শনিবার রাতে আবু হানিফকে পুলিশ গ্রেফতার করে। গতকাল সকাল ১১টায় তাকে সিএমএম আদালতে প্রেরণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক শফিকুর রহমান হত্যা চেষ্টায় মামলায় হানিফের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদন জানান। সিএমএম মোঃ আইয়ুব জবানবন্দী রেকর্ড করার ম্যাজিস্ট্রেট শফিক আনোয়ারকে দায়িত্ব দেন। রমনা থানার ওসি মাহবুব ও সেকেণ্ড অফিসারের তত্ত্বাবধানে হানিফকে বেলা ১২টায় ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় নেয়া হয়। তাকে ৩ ঘণ্টা চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেয়া হয়। আবু হানিফ নিজেকে জড়িয়ে ১ ঘণ্টাকাল ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেন। আবু হানিফ জবানবন্দীতে জানান, আমিসহ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ, যুগ্ম সম্পাদক রাসেল, আরও কিছু বন্ধু-বান্ধব টিএসসিতে বসা ছিলাম। এ সময়ে ক্রীড়া সম্পাদক শিশির এসে বলে চল কাজ আছে। আমরা এনেক্স বিল্ডিংয়ের পেছনে যাই, তখন চারদিকে অন্ধকার। আমাদের দাঁড় করিয়ে শিশির শফিকুর রহমান স্যারের অফিস রুমের পেছনের জানালায় একটি কাচ ভেঙ্গে ফেলে। শিশিরের হাতে একটি ব্যাগ ছিল তা থেকে পোটলা আকৃতির কিছু বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে ভেতরে নিক্ষেপ করে। আমরা টিএসসিতে চলে আসি। পরের দিন আমরা আগুন লাগানোর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রলীগের পক্ষে মিছিল করি। আবু হানিফ জবানবন্দীতে আরও বলেন, শফিক স্যার কুমিল্লাভিত্তিক ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ভিসি স্যার ট্রেজারার স্যারের বাসায় বোমা রাখা বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করে। শফিক স্যার বর্তমান ভিসি স্যারের বিরুদ্ধে ছাপানো পোস্টার ক্যাম্পাসে লাগানোর জন্য আমাকে দায়িত্ব দেন। পোস্টার লাগাতে মফিজ, দেলোয়ার আমাকে সাহায্য করে। শফিক স্যারও পোস্টার লাগাতে একদিন রাতে আমার সাথে ছিলেন। ঐদিন রাতেই শফিক স্যার আমাকে বলেন, তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। কাজটি হল আজাদ স্যারকে গুলী করতে হবে এবং নাটক বানাতে হবে। মফিজ আমাকে নীলক্ষেতে থাকতে বলে। সময়মত আমি নীলক্ষেতে পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণ পর শফিক স্যার একটি সাদা প্রাইভেট কার নিয়ে আসে, কারটি তার শ্বশুরের। ঐ গাড়ীতে মফিজ ও দেলোয়ার ছিল। আমি স্যারের পাশে সামনের সিটে বসি। গাড়িতে করে আমরা কলাবাগানের আন্ডারগ্রাউন্ড ফাস্টফুডের দোকানে যাই। ওখানে শফিক স্যার বলেন, ১১ মে বিজনেস অনুষদের টিচার্স লাউঞ্জে একটি মিটিং হবে। ঐ মিটিংয়ে সাবেক ভিসি আজাদ স্যার, দুর্গাদাস স্যার, সুলতানা শফি ম্যাডাম, স্যার নিজে এবং অন্য ২ জন শিক্ষক থাকবেন। ঐ মিটিং শেষে কয়েকটি ফাঁকা গুলী করতে হবে। শফিক স্যার বলেন, আমাদের এ পরিকল্পনার কথা আজাদ স্যার জানেন। ওই গুলী তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে প্রচার করতে হবে। আবু হানিফ তার জবানবন্দীতে আরও বলেন, শফিক স্যার বলেছেন, এহেন কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এতে করে দেশ-বিদেশে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। পরের দিন ৭টায় শফিক স্যার ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার পেছনে আসেন। তার হাতে কাগজের ব্যাগে ৪ রাউন্ড গুলী ভর্তি ৩২ বোরের একটি রিভলবার ছিল। তিনি রিভলবারটি আমাকে দেন। আমি রিভলবারটি নিয়ে মিরপুরের বাসায় যাই। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১১ মে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে মফিজ দেলোয়ারকে নিয়ে বিজনেস অনুষদের ভেতরে অবস্থান করি। পূর্ব নির্ধারিত সভায় আজাদ স্যার, দুর্গাদাস স্যার, শফিক স্যারসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটে আজাদ স্যার টিচার্স লাউঞ্জে আসেন। শফিক স্যার বের হয়ে মোবাইল ফোনে মফিজকে মিসকল দেন। মফিজ আমাকে ঢিল ছুঁড়ে সংকেত দেন। আমি তাৎক্ষণিকভাবে পরপর ৪ রাউন্ড ফাঁকা গুলী করি, ৩ রাউন্ড গুলীর শব্দ হয়। আজাদ স্যার এ সময় মাত্র ৮/১০ হাত দূরে ছিলেন। গুলী ছোঁড়ার পরপরই আমরা ওয়াল টপকে যাই। ঐদিন রাত ৯টায় শফিক স্যারকে আমি তার রিভলবার ফেরত দেই। ১৩ মে দেশব্যাপী হরতাল হয়, হরতালের সময় আমি গ্রামের বাড়ীতে যাই। গতকাল ফেরার পর রাতে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। বিজনেস অনুষদের কাছের মাঠ থেকে আমার দেখানো মতে পুলিশ একটি খোসা উদ্ধার করে। গতকাল তার পক্ষে কোন জামিনের আবেদন জানানো হয়নি।

আইন বিভাগের বিতর্কিত শিক্ষক শফিকুর রহমানের অফিসে আগুন লাগানোর মামলায় (মামলা নং-৫২(৩)০৩ আবু হানিফকে গ্রেফতার দেখানো হয়। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন জানান। ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম ১ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন। গতকাল সন্ধ্যায় তাকে রমনা থানায় নেয়া হয়।

কে এই শফিক?

শফিকুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে সহকারী জজ ছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের শেষ দিকে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী আইন অনুষদের ডীন পদে সাদা দলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রফেসর এরশাদুল বারীকে পরাজিত করার লক্ষ্যে নীল দলের ভোট বৃদ্ধি করতে শফিকুর রহমানকে আইন বিভাগের লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দেন। এভাবে, দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক শফিকুর রহমান গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে একের পর এক অদ্ভুত সব কাণ্ড করে নিজেকে বিতর্কিত ও সমালোচিত করেন। তার নানা কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের দল-মত নির্বিশেষে সকল শিক্ষকের মাঝে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। আইন বিভাগের শিক্ষক শফিক গত ৮ ডিসেম্বর যশোর জেলার অতিরিক্ত জজকে মেরে তার পা ভেঙ্গে দিয়ে প্রথম আলোচনায় উঠে আসেন। এরপর গত ৩১ ডিসেম্বর বিভাগের ২য় বর্ষের ক্লাসে রোমান দণ্ডবিধি সম্পর্কে লেকচার দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে কটূক্তি করে বিতর্ক সৃষ্টি করেন। এদিকে আইন বিভাগের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে তার অপসারণের দাবীতে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট করে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ১০টি অভিযোগের ৭টিই তার অনৈতিক ও কুরুচিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কিত। তার মধ্যে রয়েছে ছাত্রীদের উত্যক্ত করা, এক ছাত্রীকে রুমে ডেকে মানসিক নির্যাতন চালানো, পছন্দ না হলে মাইনাস মার্ক নম্বর প্রদান। এক ছাত্রী তার অনৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে লিখিত পত্র দিয়েছে।

এদিকে শফিকুর রহমান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হতে শুরু করে বিভাগের ফার্স্ট বয় পর্যন্ত তার মামলার আসামী। শুধু তাই নয় ভিসির বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য সংবলিত পোস্টার ছাপিয়ে দেয়ালে দেয়ালে সাঁটায় শফিক। তার একের পর এক উদ্ভট কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে কয়েক দফা বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়। সর্বশেষ গত মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি থেকে তাকে বহিষ্কার এবং ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এদিকে শফিকুর রহমানের অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার পাশাপাশি তার বাসায় ঘটতে থাকে একের পর এক বোমা হামলা কিংবা গুলীবর্ষণের রহস্যজনক ঘটনা। যা তারই সাজানো বলে শুরু থেকেই অনেকে মন্তব্য করতেন। শফিকুর রহমানের কর্মকাণ্ডে আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের শিক্ষকদের একাংশ বিব্রত হয়ে পড়লেও স্বার্থান্বেষী এসব মহল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার জন্য তাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ফায়দা হাসিলের চক্রান্তে মেতে উঠে।